রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৩৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১৫, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৫১—৫৫৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৭৭—১৮৫৫
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৭—১৮৮
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৮১—১৭২৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২১ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৩.২৪-৬৮—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর (১০৯০৯০২৯), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঈদগাঁও, কক্সবাজার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০২৪ এর রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আপন কর্তব্যে চরম অবহেলা এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইন সম্মত আদেশ অমান্য করেছেন।

যেহেতু, তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাসহ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

যেহেতু, তাকে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারার বিধান মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর (১০৯০৯০২৯), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঈদগাঁও, কক্সবাজার-কে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৮ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১১.১৭.১১৭—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ-এর পরিমেল বিধির ২৫ বিধি অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব (পি আর এল)-এর স্থলে জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব ।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২০ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.২২.০০৪.২৩-৩৪০—বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর ধারা ১০ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোটরসাইকেল চালক এবং তার সহযাত্রীকে আবশ্যিকভাবে বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত মানের হেলমেট পরিধান করতে হবে। কোনো মোটরসাইকেল চালক ও সহযাত্রী হেলমেট ব্যবহার না করলে উক্ত মোটরসাইকেলে কোনো প্রকার জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে না। এই প্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ১২৪ এর ক্ষমতাবলে মোটরসাইকেলের চালক ও সহযাত্রীদের জন্য 'নো হেলমেট, নো ফুয়েল' নির্দেশনা জারি করা হলো।

২। মোটরসাইকেলের চালক/রিফুয়েলিং স্টেশনের মালিকগণ এই নির্দেশনা অনুসরণ করবেন। অন্যথায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৯২(১) ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মনিরুল আলম
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১০০.৮৫-৯১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ রুহুল আমিন রাফি, জন্ম তারিখ: ১২-০৬-১৯৯৯ খ্রি., পিতা- মোঃ আব্দুল কাদের, মাতা-রশিদা বেগম, গ্রাম-উত্তর মুশরত মদাতী, ডাকঘর-ভোটমারী-৫৫২০, উপজেলা-কালীগঞ্জ, জেলা-লালমনিরহাট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ০২ নং মদাতী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পরিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৮ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১২৩.২৩.২৪৩—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আখতার হোসেন মিনা (বিপি-৭০৯১০০৮১৩২), বর্তমানে এসআই হিসেবে সিআইডি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৩৯/২০২০, তারিখ: ২৮-০৭-২০২০ রুজু করা হয়। অভিযোগের অনুসন্ধান প্রতিবেদন, মৌখিক বক্তব্য, ব্যাখ্যা তলবের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ (ক) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৮-০২-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিকতথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড হ্রাস করা যথাযথ হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আখতার হোসেন মিনা (বিপি-৭০৯১০০৮১৩২), বর্তমানে এসআই হিসেবে সিআইডি, ঢাকা এর আপিল আবেদন এর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি এবং সার্বিক পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধি মোতাবেক ০২(দুই) বছরের জন্য "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" দণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৬ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১২৭.২৩-২৪৪/১—যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, পিপিএম (বিপি-৭১৯৯০৪২৮২৭), বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, টঙ্গীপূর্ব থানা, জিএমপি, গাজীপুরে কর্মরত এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৮০/২০২০, তারিখ ১৮-১০-২০২০ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৭-০৩-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, আপীল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, পিপিএম (বিপি-৭১৯৯০৪২৮২৭), বর্তমানে অফিসরার ইনচার্জ, টঙ্গীপূর্ব থানা, জিএমপি, গাজীপুরে কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) অনুযায়ী গুরুগণ্ড হিসেবে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৫৮.২৩.২৪৪/২—যেহেতু, জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান (বিপি-৭৯০৬১০২৯৭৭), বর্তমানে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট, সিরাজগঞ্জ জেলা এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৭৯/২০২১, তারিখ ২৫-১০-২০২১ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৮-০২-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, আপীল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান (বিপি-৭৯০৬১০২৯৭৭), বর্তমানে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট, সিরাজগঞ্জ জেলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক ০১ (এক) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৯ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১২ মে, ২০২৪ খ্রি.।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৩৫.২৩.২৪৫—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ ইয়াছিন ফারুক মজুমদার (বিপি-৭৫০১০৫০০৪২), বর্তমানে সিআইডি গাজীপুর জেলায় কর্মরত এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৭০/২০২২, তারিখ: ১২-১২-২০২২ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, মৌখিক বক্তব্য, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে ০২ (দুই) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২১-০৩-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকতাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ ইয়াছিন ফারুক মজুমদার (বিপি-৭৫০১০৫০০৪২), বর্তমানে সিআইডি, গাজীপুর জেলায় কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক ০২ (দুই) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৫৯.২৩.২৪৬/১—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব প্রভাষ চন্দ্র ধর (বিপি-৭৪০২০৫৮৩১৬), বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় কর্মরত এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৪৪, তারিখ: ১৫-০৯-২০২১ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৮-০২-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব প্রভাষ চন্দ্র ধর (বিপি-৭৪০২০৫৮৩১৬), বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের জন্য "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধি জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৩০.২৩.২৪৬(২)—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ (বিপি-৬৭৯৫০৫০১১৪), বর্তমানে ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকায় কর্মরত ইতঃপূর্বে ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, গত ২৩-০৪-২০২০ তারিখ রাঘবপুর গ্রামের একটি দোকানের তালা ভেঙ্গে অজ্ঞাতনামা চোর মালামাল চুরি করে নিয়ে গেলেও তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা ও যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, গত ২৪-০৪-২০২০ তারিখ অজ্ঞাতনামা ডাকাত বিষ্ণপুর সাকিনস্থ মিজানুর রহমান এর ঘরের দরজা ভেঙ্গে মালামাল লুণ্ঠনসহ মিজানুর রহমান ও তার স্ত্রীকে মারধর করে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে তার মেয়ে বিবি আয়েশা (১৬) কে ধর্ষন করলেও তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি এবং যথাসময়ে মামলা না নিয়ে ১৫/১৬ ঘন্টা পরে মামলা রুজু করেন, গত ২৪-০৪-২০২০ ইং পূর্ব সুলতানপুর সাকিনস্থ জনৈক সাইফুল ইসলাম এর বসত বাড়ীর সীমানা প্রাচীরে অজ্ঞাতনামা আসামীরা বিস্ফোরন ঘটান এবং ঘটনাস্থল হতে ০২ টি ককটেল উদ্ধার হওয়া স্বত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে মামলা রুজু করেননি। আপনার এহেন কার্যকলাপ কর্তব্যকাজে অবহেলা, উদাসীনতা, অদক্ষতা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্যের সামিল ও এরুপ কর্মকান্ডের ফলে জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য "০১ টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্দ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৪-০৩-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ (বিপি-৬৭৯৫০৫০১১৪), বর্তমানে ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকায় কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য "১ টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধি জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১২৪.২৩.২৪৭—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন (বিপি-৬৫৯০০৭৮৬২৩), সিআইডি, সিলেট জোন এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৬১/২০২১, তারিখ: ৩০-০৯-২০২১ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে ০২(দুই) বছরের জন্য "বেতনের গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণের" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৪-০৩-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন (বিপি-৬৫৯০০৭৮৬২৩), সিআইডি, সিলেট জোন-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক ০২ (দুই) বছরের জন্য "বেতনের গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণের" লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৬১.২৩.২৪৭/২—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব সাকিল উদ্দিন আহমেদ (বিপি-৭১০১০০৭৯১৫), বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তে এবং বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৪৫/২০২১, তারিখ: ২১-০৩-২০২১ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (খ) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে আগামী ০৪ (চার) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২১-০৩-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকতাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব সাকিল উদ্দিন আহমেদ (বিপি-৭১০১০০৭৯১৫), বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্ত এবং বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক ০৪ (চার) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত " লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১২৬.২৩.২৪৭/৩—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ ইমাউল হক, পিপিএম (বিপি-৭৮০৬১১৮৫১২), বর্তমানে ট্যুরিস্ট পুলিশ, হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় কর্মরত এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৭৬/২০২০, গত ১৪-১০-২০২০ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) অনুযায়ী গুরুদন্ড হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য "নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণের" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৭-০৩-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকের জনাব মোঃ ইমাউল হক, পিপিএম(বিপি-৭৮০৬১১৮৫১২), বর্তমানে ট্যুরিস্ট পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) অনুযায়ী গুরুদন্ড হিসেবে ০১ (এক) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণের" আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধি জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখঃ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৬ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৯.২২.২৫২—জনাব খন্দকার গোলাম শাহনেওয়াজ (বিপি নং-৬৬৮৯০৪২৯২৪), সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি, যশোর জেলা ইতঃপূর্বে সহকারি পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, লক্ষীপুর জেলায় কর্মরত ছিলেন। সেসময়ে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব রকিব উল হোসেন লক্ষীপুর জেলার সদর থানার মামলা নং-৪, তারিখ: ৫-১-২০০৭, ধারা-১৪৩/৩৮৫/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৫০৬ পেনাল কোড এর এজাহারনামীয় ১৬ নং আসামী এবং অভিযোগপত্রভুক্ত ১৫ নং আসামী মোঃ সুমন, পিতা-আবুল কালাম, সাং-কালিদাসেরবাগ (সর্দার বাড়ী), পোস্ট-মুসলিমাবাদ, থানা-চন্দ্রগঞ্জ, জেলা-লক্ষীপুর এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। বিজ্ঞ আদালত উক্ত সুমনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন। বিজ্ঞ আদালতের ওয়ারেন্ট প্রাপ্ত হয়ে এএসআই অরুন কুমার চাকমা (বিপি-৭৯৯৯০৪৪৪৩৫) অভিযোগপত্রে উল্লেখিত সুমনের পরিবর্তে সুমন, পিতা-আবুল কালাম (আইয়ুব আলীর বাড়ি), সাং-কালিদাসেরবাগ, থানা-চন্দ্রগঞ্জ, জেলা-লক্ষীপুর'কে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করে। পরবর্তীতে অফিসার ইনচার্জ, চন্দ্রগঞ্জ থানা আসামীর নাম সংক্রান্ত ভুল স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন, যার প্রেক্ষিতে সুমন মুক্তি পায়। বর্ণিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক্য আবুল কালাম আজাদের অভিযোগের তদন্ত করতে পুলিশ অধিদপ্তর থেকে জনাব খন্দকার গোলাম শাহনেওয়াজ (বিপি নং-৬৬৮৯০৪২৯২৪), সহকারী পুলিশ সুপার-কে নিযুক্ত করা হয়। অতপর তিনি ঘটনাস্থলে গমন না করে বর্ণিত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাযথ তদন্ত না করে ভুল লোককে আসামী করে চার্জশীট দিয়েছেন মর্মে মতামত দিয়ে প্রতিবেদন দেন। সে প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব রকিব উল হোসেন এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়। যা পরবর্তীতে মিথ্যা প্রমাণিত হলে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব রকিব উল হোসেন বিভাগীয় মামলা হতে অব্যহতি পায়। জনাব খন্দকার গোলাম শাহনেওয়াজ (বিপি নং-৬৬৮৯০৪২৯২৪), সহকারী পুলিশ সুপার এর অপেশাদারিত্ব, অদক্ষতা ও অবহেলাজনিত গাফিলতিতে তদন্তকারী পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব রকিব উল হোসেন হয়রানির শিকার হয়। এ প্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর থেকে জনাব খন্দকার গোলাম শাহনেওয়াজ (বিপি নং-৬৬৮৯০৪২৯২৪), সহকারী পুলিশ সুপার এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তাব পাওয়া যায়। উল্লিখিত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তাব পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন জানালে গত ১৯-১২-২০২৩ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

২। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি ও লিখিত জবাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা নিজের গাফিলতিজনিত ভুল প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৩। সেহেতু, জনাব খন্দকার গোলাম শাহনেওয়াজ (বিপি নং-৬৬৮৯০৪২৯২৪), সহকারি পুলিশ সুপার, সিআইডি, যশোর জেলা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কৈফিয়ত তলবের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি, অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব ।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ ২৪ বৈশাখ ১৪৩১/০৭ মে ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩০.২২-৭০৫—বিজ্ঞ জেলা ম্যজিস্ট্রেট, চুয়াডাঙ্গা-এর প্রস্তারের প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং-১৭, তারিখঃ ২৯-০৯-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩০.২২-৭০৬—বিজ্ঞ জেলা ম্যজিস্ট্রেট, ঢাকা-এর প্রস্তারের প্রেক্ষিতে ঢাকা জেলার নিউমার্কেট থানার মামলা নং-১৯, তারিখঃ ২১-০৯-২০২২ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।